বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

"পল্লী ভবন"
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
Website : www.brdb.gov.bd

স্মারক নং-৪৭.৬২.০০.০০.২০৫.১৮.০০১.১৮.৫৯১১

তারিখ ঃ ২৯/০৭/২০১৮ খ্রিঃ

আগামী ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখ রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে প্রাপ্ত ১৬/০৭/২০১৮ তারিখের ১১৩১ নং পত্রের ছায়ালিপি সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

২৯.০৭.১৮
আফসানা হোসেন
উপপরিচালক (প্রশাসন)
ফোন ঃ ৮১৮০০১৭

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/সরেজমিন/পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণ), বিআরডিবি, ঢাকা।
২। পরিচালক, বিআরডিটিআই, খাদিমনগর, সিলেট।
৩। উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং), বিআরডিবি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৪। উপপরিচালক, বিআরডিবি, জেলা দপ্তর, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল।
৫। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিআরডিবি,..... উপজেলা.....
৬। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)।

"নির্বাচন অগ্রাধিকার"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-১
www.rdcd.gov.bd

স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৩১.১৬.১৯০.১৮-৯১৬৯

তারিখঃ ০২ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৬ জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ১। আগামী ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ।

২। আগামী ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-৪২৮ ও ৪২৯, তারিখঃ ২৬ জুন ২০১৮।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ এবং আগামী ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত পত্র দুটির ছায়ালিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ০২ (দুই) ফর্দ।

(খন্দকার নুরুল হক)
উপ-সচিব
ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭০৬৪৬
(e-mail: a_sec_1@ymail.com)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):-

০১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা।
০৩। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্ক ইউনিয়ন), ঢাকা।
০৫। প্রকল্প পরিচালক, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল-১৩, পশ্চিম অংশ) ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাগার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
০৭। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি:, ৯/ডি, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
০৮। মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়া।
০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), পল্লী ভবন, ফারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং-০৫, এভিনিউ-০৩, রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা।
১১। নির্বাহী সচিব, জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন, ফেডারেশন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব (উপ-সচিব), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.০০২.২০১১.৪২৮

তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪২৫ / ২৬ জুন ২০১৮

বিষয়: আগামী ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যাতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

২। এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জারিকৃত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধানাবলির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকরি ও নিয়ন্ত্রণ এবং ৫ ও ৬ ধারায় যথাক্রমে শৃঙ্খলামূলক ও দণ্ডের বিধানাবলি সন্নিবেশিত রয়েছে।

৩। উল্লেখ্য যে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব অর্পিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর ২(ঘ) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নির্বাচন কর্মকর্তা' হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিযুক্তির জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কোনো আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র নাও থাকতে পারে। নির্বাচন কমিশন কোনো সরকারি/আধাসরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের কাছে লিখিতভাবে কোনো তথ্য সরবরাহ, কর্মসম্পাদন ইত্যাদির জন্য যে কোনো নির্দেশ প্রদান করলেই সে দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ও কর্মসম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। সরকারের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের যে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচনি দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। ভোটগ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তি সকলেই নির্বাচন কর্মকর্তা। সুতরাং নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসহযোগিতা, শৈথিল্য, ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৪। বর্ণিত অবস্থায়, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারি সংস্থা/অফিস এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সচেতন থেকে নির্বাচনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/
২৬.৬.২০১৮
(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৬৩. ১১.৪২৮ তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪২৫ / ২৬ জুন ২০১৮

অনুলিপি:

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব/সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
০২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ঢাকা।
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল এবং আপিল কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
০৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।
০৮। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
০৯। উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ।
১০। পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ।
১১। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল।
১২। পুলিশ সুপার, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল।
১৩। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল অঞ্চল ও রিটার্নিং অফিসার, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
১৪। জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল।
১৫। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ----------ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
১৬। উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,.....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

সদয় অবগতির জন্য:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

(মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.০০২.২০১১.৪২৯

তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪২৫ / ২৬ জুন ২০১৮

বিষয়: আগামী ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য। উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশনের অনুরোধক্রমে সরকারের পক্ষ হতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় জানিয়েছে যে রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন-এর নির্বাচন পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির জন্য রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালকে নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী এবং সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমন্ডলী নির্বাচনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। ভোটকেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন করা হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্থাপনা/অঙ্গন ভোটগ্রহণের কাজে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৩। রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অতীতের মতো এই নির্বাচনেও নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে সরকার আশা করে। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের বিধান সংবলিত নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নম্বর আইন)-এর ২ এর (ঘ) এবং ৪ এর (৩)(৪)(৫) ধারা অনুসারে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্তরূপে নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজ চাকরির অতিরিক্ত হিসাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকরিরত বলে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকরিরত অবস্থায় তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তাঁদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব অগ্রাধিকার পাবে।

৪। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০-এর বিধি ৩ অনুসারে সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য।

৫। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের অধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে অনুরোধ জানানো হলো।

৬। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশনা জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো।

৭। নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০-এর বিধি ৮৯ অনুযায়ী নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫ (পনের) দিন সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকে নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ছুটি প্রদান এবং অন্যত্র বদলি করা হতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/
২৬.৬.২০১৮
(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.০০২.২০১১.৪২৯

তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪২৫ / ২৬ জুন ২০১৮

অনুলিপি:

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব/সচিব..... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
০২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ঢাকা।
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল এবং আপিল কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
০৫। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।
০৮। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
০৯। উপমহাপুলিশ পরির্দশক, ঢাকা রেঞ্জ।
১০। পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ।
১১। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল।
১২। পুলিশ সুপার, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল।
১৩। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল অঞ্চল ও রিটার্নিং অফিসার, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।
১৪। জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল।
১৫। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ----------ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
১৬। উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,.....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

সদয় অবগতির জন্য:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

(মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd